আত্মযাপন

আত্মযাপন

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

প্রজ্ঞা প্রকাশন
A-125, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-700007

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বত্ব : শ্রীমতী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

শৈবাল সরকার কর্তৃক এ-১২৫ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট,
কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত প্রজ্ঞা
প্রকাশন থেকে এবং সোমা মুদ্রণ
গ্রন্থিকা ২এ কেদার দত্ত লেন
কলকাতা-৭০০০০৬
থেকে মুদ্রিত।

বাবাকে

শ্রীমৃণাল চট্টোপাধ্যায়

যিনি সবসময় বলেন, লেখাটাই তোমার কাজ ।

একমাত্র কাজ হওয়া উচিত ।

যা বলতেই হবে

তা যদি এভাবে লেখা যেত, পাশাপাশি সাজিয়ে, আমার তিন সঙ্গীর কথা—শ্রীশৈবাল সরকার, শ্রীরাধাপ্রসাদ ঘোষাল, শ্রীসুবোধ দাস। পর পর নামগুলো লিখতে লিখতে পাতা ভরিয়ে দিলে এদের প্রতি আমার আবেগের একটি সংযত রূপ মেলে।

শৈবাল একদিন দরজা বন্ধ করে লিখতে বসিয়ে দিল। সুবোধবাবু সেই লেখাগুলেপড়তে পড়তে বললেন, বা! বা! আর রাধাপ্রসাদ সেই লেখাগুলো ছাপিয়ে গায়ে জার্সি পরিয়ে দিলেন। এ যদি হয় আমার লেখক জীবনের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব বুঝি এই বই প্রকাশের উদ্যোগকে বলা যায়।

প্রত্যেক মানুষের একটা বৃত্ত থাকে। শ্রীসুধীর চক্রবর্তীর কথা না লিখলে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না আমার। শ্রীরাধাশ্যাম প্রামাণিক শুধু মুদ্রক নন। অভিভাবকের মত দায়বদ্ধ আর পরম বন্ধুর মত যত্নশীল হয়ে বই-এর আঙ্গিকটুকু নিখুঁত করতে চেয়েছেন।

ঋণ রয়ে গেল যে সব কাগজের সম্পাদকেরা বিভিন্ন সময়ে আমার গল্পগুলো ছেপেছেন। ঋণী শ্রীমিহির চন্দ্র এবং আরো অনেকের কাছেই।

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

আত্মযাপন

রজত ডিসপেনসারি থেকে বেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হল নরক থেকে প্রত্যাবর্তন, নাকি অন্ধকার থেকে আলোতে। 'পুল' লেখা হাতলটা ঠেলতে গিয়ে একটু যেন সঙ্কোচ। বাইরের কেউ—হেঁটে যাওয়া মানুষগুলো যদি কেউ চেনা হয়, দেখে ফেলে—'হ্যাঁ রে রজত, তুই এখানে?' সত্যি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি, না সম্ভব। ভেতরের লোকগুলিই বা কি ভাববে। কম্পাউণ্ডারটা, যার মুখটা ভাবলেশহীন—হুকুম পালন করার সময়ও সামান্য ভাবান্তর হয় না, সেই লোকটাও হয়ত ভাববে এবারে। রজত এত কিছু ভাবতে ভাবতে দরজায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল। এক ঝলক দিনের সতেজ আলো যেন জড়িয়ে নিল তাকে।

আলোর পূর্ণতায় রজত বুঝিবা সংকুচিত। হ্যারিসন রোডের মুখটার দিকে তাকাতে দেখল একটা ফোর্‌টি-ফোর আসছে। রজত উঠে পড়ল। খুব ভিড় না থাকলেও বাসটা ভর্তি ছিল। কলকাতার কোন বাসই-বা খালি থাকে। 'পাদানি ছাপিয়ে ভিড়টা যখন চারপাশ থেকে বোঝা যায় তখনই বাসটাকে ভিড় ভিড় মনে হয়। যেন দশমাসের কোন গর্ভিনী নারীর গর্বিনী চলন—তবেই তো সার্থকতা